ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস

মূল্য ২৫ পয়সা

ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস

বরদাকান্ত বসু
সম্পাদিত

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সম্পাদক
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ২১১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই পুস্তিকায় দেওয়া হইল। ১৮৮৫ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে "ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর" প্রথম ভাগ (মত ও বিশ্বাস) প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান পুস্তিকা তাহারই সংশোধিত সংস্করণ। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত এই সংস্করণটি নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্মুদ্রিত হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১, বিধান সরণী
(কর্নওআলিস স্ট্রীট)
কলিকাতা-৬
১৫ই জুলাই, ১৯৬৪

দেবপ্রসাদ মিত্র
সম্পাদক
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্মধর্মবীজ

স্বষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর।

পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি সমুদয় স্বষ্টি করিলেন।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ, কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্যসাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস

১। ব্রাহ্ম কাহাদিগকে বলে?—

যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও অন্তরে তাঁহার পূজা করেন তাঁহারাই ব্রাহ্ম। বিশেষরূপে বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, যাঁহারা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের মানসিক উপাসনা করিয়া থাকেন, কোন দেব দেবী বা ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করেন না, এবং সমস্ত নরনারীকে ভাই ও ভগ্নী ভাবে দেখেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম। ব্রহ্ম যাঁহার লক্ষ্য ও উপাস্য তিনিই ব্রাহ্ম। যেমন বিষয়ীর লক্ষ্য ও সেব্য বিষয়, সেইরূপ ব্রাহ্মের লক্ষ্য ও অনুসরণীয় ব্রহ্ম।

২। ব্রাহ্মদিগের মতই বা কি? আর, ব্রাহ্মধর্ম কাহাকে বলে?

একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করাই মনুষ্যের কর্তব্য, ইহাই ইঁহাদিগের মত। যে ধর্ম এই জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র, পরিপূর্ণ ও আনন্দময় পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম। যে ধর্ম সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহাকেই ব্রাহ্মধর্ম বলে। যে ধর্ম মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, সহজ ও তাহার সমুদয় উন্নতির সংসাধক; যে ধর্ম দেশেতে বদ্ধ হয় না, কালেতে লুপ্ত হয় না, পাত্রভেদে রূপান্তরিত হয় না এবং কোন মনুষ্যকেই ত্যাগ করে না, সেই ধর্মই ব্রাহ্মধর্ম।

৩। ব্রাহ্মগণ ধর্মের কি কি মূল সত্যে বিশ্বাস করেন?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের আরাধনা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা আবশ্যক, এবং তিনি ব্যতীত কোন মনুষ্য বা বস্তুর মুক্তি দিবার শক্তি নাই, ব্রাহ্মগণ সংক্ষেপত এই কয়টী মূল সত্যে বিশ্বাস করেন।

৪। ব্রাহ্মধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচলন ও মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন এবং তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন করা ব্রাহ্মধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

৫। এই ধর্ম জগতে কতকাল প্রকাশ পাইয়াছে?

মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে ধর্মভাব দিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধর্মভাব আছে বলিয়া মনুষ্য নামের এত গৌরব। মনুষ্যের হৃদয় ধর্মভাবশূন্য হইলে মনুষ্যেতে ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের উচ্চ হইতে উচ্চতর ও নূতন হইতে নূতনতর তত্ত্বসমূহ প্রকাশ

পাইয়াছে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ (১৭৫০ শক) হইতে রামমোহন রায় প্রবর্তিত তাহার যে চিরবিকাশশীল বিশেষ উদার ও বিশুদ্ধ রূপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। ব্রাহ্মধর্মের প্রধান মহত্ত্ব কি?

ইহা পরমেশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে কোন মধ্যবর্তী স্বীকার করে না ও ইহা দ্বারা জীবাত্মা পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্মিলিত হয়।

৭। ব্রাহ্মধর্মের কোন শাস্ত্র আছে কি না?

সত্য ধর্মের কোন শাস্ত্র নাই। এই জগৎ ও মানব-জীবন এই ধর্মের অভ্রান্ত শাস্ত্র। সূর্য-চন্দ্র ও গ্রহ তারা জ্বলন্ত অক্ষরে মহান্ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছে। মানুষের অন্তরেই তিনি সাক্ষাৎভাবে সত্য প্রকাশ করেন। আর আর সকল শাস্ত্রই মনুষ্যের লিখিত। তাহাতে সত্য অসত্য দুইই আছে। সমস্ত জগৎ এক হইয়া, যাঁহার মহিমা প্রচার করিতে পারে না, ক্ষুদ্র

মনুষ্যের ক্ষুদ্র জ্ঞান কি প্রকারে সেই অনাদি অনন্ত মহান্ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়া সীমা করিবে?

৮। এই ধর্মের গুরু কে?

ঈশ্বর ইহার উপদেষ্টা। সম্যক্‌রূপে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। সুতরাং সম্যক্‌রূপে কেহ তাঁহার বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন না। যিনি যে পরিমাণে আমাদিগকে তাঁহার মহিমার পরিচয় দেন, তিনি সেই পরিমাণে আমাদিগের উপদেষ্টা। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ তারা, নরনারী, একটা তৃণ ও একটী বালুকণা, সকলেই কিছু কিছু তাঁহার বিষয়ে উপদেশ দিতে পারে।

৯। ব্রহ্মের স্বরূপ কি কি?

তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও পবিত্রস্বরূপ। এই জগৎ ও জগতে যত বস্তু আছে কিছুই চিরস্থায়ী সত্য নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে তাহারা একদিন না একদিন ধ্বংস হইতে

পারে। ব্রহ্ম সেরূপ কোন বস্তু নহেন। তিনি চিরদিন আছেন ও চিরদিন থাকিবেন। তিনি জ্ঞানে প্রেমে পবিত্রতায় ও শক্তিতে অনন্তস্বরূপ। তাঁহার কেহ সীমা করিতে পারে না। তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি সৃষ্টিকর্তা। এই জগৎ পূর্বে ছিল না। একমাত্র তাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি পালনকর্তা, সকল জীব ও পদার্থকে পালন করিতেছেন। এক গাছি তৃণ বা একটী বালু-কণা ধ্বংস বা সৃষ্টি করে, এমন শক্তি আর কাহারও নাই; তিনি সর্বশক্তিমান্। তাঁহারই শাসনে এই বিশ্ব শাসিত হইতেছে। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বর। তাঁহার আকার নাই; হস্তপদাদি কোন অবয়ব নাই; চক্ষু কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় নাই; এবং আমাদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধ, হিংসা, হর্ষ ও শোক নাই। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনি আত্মার আত্মা পরমাত্মা, চৈতন্যরূপে বিরাজ

করিতেছেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। আমাদের ন্যায় তাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার জ্ঞানের কার্য স্বভাবসিদ্ধ। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্ত সেই সর্বজ্ঞ জ্ঞানময় পুরুষের কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক হয় না। তিনি এক সময়ে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন কাল জানিতে পারেন। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ। তিনি প্রেমস্বরূপ, নিত্যক্রিয়াশীল; মঙ্গল ভাবে পূর্ণ থাকিয়া সকল জীবকে অনন্ত প্রেম ও অনন্ত করুণায় প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি অন্তর্যামী, হৃদয়ের সকল বিষয় জানিতে পারেন ও নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি শুদ্ধ; পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার স্মরণে পাপীর পাপ দূর হয়।

১০। যাঁহার আদি ও অন্ত নাই, যাঁহার সীমা হয় না এবং মনও যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রিয়ের অতীত ঈশ্বরকে মানুষ কিরূপে জানিতে পারে?

ঈশ্বর দয়াময়, মনুষ্য যাহাতে তাঁহাকে জানিতে পারে, এইরূপ জ্ঞান তিনি তাহাকে দিয়াছেন। সেই জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। এই জ্ঞান আছে বলিয়া মানুষ তাঁহাকে কোন না কোনরূপে,—কেহ তাঁহার আকার কল্পনা করিয়া, কেহ বা তাঁহাকে নিরাকার রূপে—পূজা করে। এই জ্ঞান অতি অল্প হইলেও যখন ইহা সন্দেহ ও অবিশ্বাসরূপ অন্ধকারে আবৃত না থাকে, তখন মানুষ সেই নির্মল জ্ঞানের আলোকে ঈশ্বরকে জানিতে পারে ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে। পুষ্করিণী, চন্দ্র সূর্য অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র; কিন্তু যখন পুষ্করিণী কোন প্রকার আবর্জনায় (যেমন পানা বা কল্মীদলে) আবৃত না থাকে, তখন উহা ঐ অত বড় চন্দ্র সূর্যকে ধারণ করে। আবার বালুকণা কত ক্ষুদ্র। তাহাতেও চন্দ্র ও সূর্যের আলোক পড়িয়া তাহাকে উজ্জ্বল করে। অধ্যাত্ম যোগদ্বারা সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানা যায়।

১১। অধ্যাত্ম যোগ কাহাকে বলে?

পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম যোগ বলে। অর্থাৎ আত্মার আত্মা ও চেতনের চেতনরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলে অধ্যাত্ম যোগ হইয়া থাকে।

১২। ঈশ্বর যদি নিরাকার তবে ঈশ্বরের হস্ত চরণ ইত্যাদি শব্দ কেন প্রয়োগ করা হয়?

ভাষা অপূর্ণ বলিয়া অনেক সময় বাহিরের উপমা বা রূপক দ্বারা অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে হয়। তুলনা সর্বাংশে মিলে না, মূল ভাবটা ইঙ্গিত করে মাত্র। ঈশ্বরের হস্ত বলিলে তাঁহার ক্রিয়াশক্তি বা কৃপা বুঝায়, পঞ্চাঙ্গুলিবিশিষ্ট হস্ত বুঝায় না। তিনি দয়া করিয়া সমস্ত পালন করেন, এই জন্য তাঁহার দয়াকে হস্ত বলা হয়। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্র আছেন, এই জন্য তাঁহার স্থিতিকেই লোকে চরণ বলিয়া থাকে। তিনি আমাদের বিবেক ও জ্ঞানে

সত্য প্রকাশ করেন বলিয়া, তাঁহার প্রকাশকে মুখ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তিনি জ্ঞান দ্বারা সকল দেখেন এই নিমিত্ত তাঁহার জ্ঞানকে লোকে চক্ষু বলিয়া থাকে।

১৩। যদি ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তবে কি প্রকারে তাঁহাকে দেখা যায় ও তাঁহার কথা শ্রবণ করা যায়?

চক্ষু জড় পদার্থ; জড় পদার্থ দেখা ইহার ধর্ম। বিশ্বাস বা জ্ঞাননেত্রে ঈশ্বরকে দেখা যায় অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায়। যিনি অন্তরে জানিয়া বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারেন "দেব, তুমি আছ", তাঁহারই নিকটে তিনি আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। আত্মজ্যোতিতে ও বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতিতে সেই সত্য জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আত্মার আত্মা পরমাত্মা আত্মাতেই প্রকাশিত হয়েন। ঈশ্বর নিরাকার বলিয়া যে

তাঁহাকে দেখা বা প্রত্যক্ষরূপে জানা যায় না, এমন নহে। সুখ ও দুঃখ নিরাকার, তবে কিরূপে তাহা অনুভব করি, কেবল কি কার্য দেখিয়া? সুখপ্রদ বস্তু থাকিতেও দুঃখ কি আমরা কখন বোধ করি নাই? তাহা যেমন হৃদয়ে অনুভব করিয়া সুখ দুঃখ বুঝিয়া থাকি, তেমনি ঈশ্বরকে আত্মায় অনুভব করা যায় বা দেখা যায়। আমি যেমন আমার শরীর নহি, শরীরের অতীত কোন বস্তুকে "আমি" বলিয়া বিশ্বাস বা অনুভব করি, অথচ ঐ পদার্থ যে কি তাহা চক্ষু কখন দেখে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আমি নাই তাহা কখন বিশ্বাস করিতে পারি না, মনেও ভাবিতে পারি না, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। কেবল বিশ্বাস করিলেই তাঁহাকে জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করা যায়। তখন নিরাকাররূপে তিনি দেখা দেন বা অন্তরে প্রকাশিত হন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, রাত্রি দিন সমভাবে আমাদের নিকটে ও আমাদের হৃদয়ে আছেন। ইহা

দৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চিতরূপে অনুভব করিতে পারিলেই তাঁহাকে দেখা হইয়াছে বলা যায়। আর, এই জগতের সকল পদার্থে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও কৌশল আলোচনা করিয়া সেই সৌন্দর্যের সৌন্দর্যকে দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করা উচিত। তিনি অশব্দ হইলেও বিবেককর্ণে তাঁহার কথা শুনিতে বা অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়।

১৪। তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে ?

স্বরূপত বস্তুসকলকে অবগত হওয়ার নাম তত্ত্বজ্ঞান। অর্থাৎ যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহা বলিয়া জানা, যেন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা বলিয়া ভ্রম না হয়। সত্য ও অসত্য, মঙ্গল ও অমঙ্গল, ধর্ম ও অধর্ম পৃথক করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতে হয়।

১৫। ঈশ্বরের আকার নাই তিনি নিরাকার, কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি আকার ধারণ করেন কি না ?

তাঁহার আকার ধারণ করিবার আবশ্যক হয় না। তিনি সর্বব্যাপী হইয়া সকল সময়ে সকল স্থানে বিরাজ করিতেছেন এবং পাপী সাধু সকলের হৃদয় মধ্যেও বাস করেন। তিনি স্বপ্রকাশ; আপনাকে আপনি সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রূপ দেখাইবার জন্য বা তাঁহার কথা শুনাইবার জন্য, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট কোন আকার ধারণ করিতে হয় না। আকার গ্রহণ করিতে হইলে আপনাকে ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ করিতে হয়। তাহা তাঁহার স্বরূপবিরোধী। তাই ইহা অসম্ভব।

১৬। তাঁহার অবতার নাই। কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি সময়ে সময়ে আপনার ন্যায় কোন মনুষ্যকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন কি না ?

কোন মনুষ্যই ঈশ্বরের সমান হইতে পারে না। সকল মনুষ্যই কিয়ৎ পরিমাণে ভ্রান্ত ও অপূর্ণ। কিন্তু

তাঁহার সাধু সন্তান অনেক আছেন; যেমন শুক, নারদ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি। ইঁহারাও অভ্রান্ত বা পূর্ণ নহেন। ঈশ্বরের গুণসমূহ অধিকতর পরিমাণে জীবনে আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া সাধু ভক্ত মহাত্মাগণকে বিশেষ ভক্তি করিবে, কিন্তু কাহাকেও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বা অভ্রান্ত জ্ঞানে পূজা করিবে না। তাহা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হইবে। ব্রাহ্মধর্ম ইহা অনুমোদন করেন না। ইহাও জানা আবশ্যক, পাপীর পাপ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ মোচন করিতে পারেন না। ঈশ্বর তেমনও নহেন যে, অমুক ব্যক্তি যদি অমুকের পাপ শান্তির জন্য প্রার্থনা করে, তবেই তাহার পাপ মোচন করিবেন নতুবা করিবেন না। তাঁহার ইচ্ছাও এই প্রকার নয়। যেমন শিশু সন্তান আপন আপন পিতা মাতার নিকট হইতে নিজ নিজ অভিলষিত বস্তু চাহিয়া লইয়া থাকে, সেইরূপ আমরা তাঁহার সন্তান, আর তিনি

আমাদের পিতা মাতা; সুখ, শান্তি, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা হস্তে লইয়া তিনি সর্বদা আমাদের নিকটে আছেন। কেবল আমাদিগের প্রার্থনা সাপেক্ষ, আমরা চাহিলেই প্রাপ্ত হই। তিনি প্রেম পবিত্রতার উৎস। প্রেম পবিত্রতা যাহা কিছু আবশ্যক সকলই তাঁহার নিকট হইতে পাইবে, এই উচ্চ অধিকার তিনি প্রত্যেক নরনারীকে দিয়াছেন; কোন ব্যক্তিকে কাহারও মুখাপেক্ষী করিয়া রাখেন নাই।

আমরা আমাদিগের চারি পার্শ্বে যে সকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বস্তু দেখিতে পাই, সেই সকল বস্তুই জগতের জীবকুলের মঙ্গলের জন্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জগতের কোন বস্তুই বৃথা সৃষ্ট হয় নাই বা নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল সাধন করে না। সেইরূপ সকল জীব পরস্পরের ও মনুষ্যের কল্যাণের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং সৃষ্টির সার ভূষণস্বরূপ মনুষ্য ঈশ্বর কর্তৃক জ্ঞান ও ধর্মে ভূষিত হইয়া

স্বকীয় কল্যাণের জন্য এই জগতে প্রেরিত বা সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় এবং নিজ যত্নে ও চেষ্টায় যিনি যে পরিমাণে জ্ঞান প্রেম পুণ্যের উৎকর্ষ সাধন ও ধর্ম লাভ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে জগতের এবং মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করা কর্তব্য। ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ইহাই তাঁহার আদেশ। এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া, যিনি যেরূপে জগতের ও সমস্ত নরনারীর মঙ্গল সাধনের জন্য প্রাণপণে নিঃস্বার্থ-ভাবে চেষ্টা করেন, লোকে তাঁহাকেই ক্ষণ-জন্মা বা প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া থাকে। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি ধর্ম সংস্কার বা ধর্ম প্রবর্তন করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা উচ্চ আসন লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি এই আদেশ ভুলিয়া, আপনার শক্তি ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া, ঈশ্বরের সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, জ্ঞানী লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, যখন জনসমাজে

পাপাচার অতিশয় বৃদ্ধি পায়, লোকে ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া অধর্মাচরণ করে, এবং বিষয় সুখে ও ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া সর্বসুখদাতাকে একেবারে ভুলিয়া অসত্যের অনুসরণ করে, তখন দয়াময় ঈশ্বর মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য, সময়ে সময়ে এক এক জন অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে জগতে প্রেরণ করেন। এইরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ঈশ্বর নিদ্রিত বা উদাসীন থাকিয়া হঠাৎ একদিন জাগিয়া উঠেন না। অনেকে বলেন যে, জগতে কোন একটী ঘটনা ঘটিবার অনেক পূর্বে তাহার সূচনা হইয়া থাকে, তৎপরে কার্য হয়। মহাপুরুষগণ সেইরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়া যান। যেমন ঝড় হইবার অনেক পূর্বে উত্তাপের প্রবলতা, বায়ুর অবস্থান্তর ও নানা কারণ সঞ্চার হইয়া পরে ঝড় হয়, এবং অনিষ্টকারী বায়ু ও আবর্জনা সকল দূর করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ

আমরা যাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলি তাঁহারাও জনসমাজের বহুদূরব্যাপী ও বহুকালব্যাপী কারণ পরম্পরার ফল ; জগতের মঙ্গল করাই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ঐরূপ ব্যক্তিগণও অভ্রান্ত বা অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্পন্ন নহেন ; ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের তুলনা হইতে পারে না।

১৭। ঈশ্বর নিরাকার ও বিশ্বাস চক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় বুঝিয়াছি, কিন্তু যখন তাঁহার আকার নাই, তখন তাঁহার রূপ বা শোভা কি ?

ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও যদি সুন্দর না হইতেন তাহা হইলে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য কেহ ব্যাকুল হইত না ও ভালবাসিত না। প্রাণ সুন্দর বস্তু দেখিতে ও ভালবাসিতে চাহে, ইহাই তাহার স্বভাব। ফুলের শোভা সুন্দর, তাই লোকে ফুলের প্রশংসা করে, তাহাকে ভালবাসে।

একজন যথার্থ সাধু পুরুষ দেখিলে মনে ভক্তির উদয় হয়। তাঁহার নিকট বসিয়া ধর্ম-কথা শুনিতে ও তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় কেন ? তিনি দেখিতে হয়ত কুৎসিত, ধন নাই—নিতান্ত দুঃখীর বেশ। তবে মানুষ কেন তাঁহাকে ভালবাসে ও ভক্তি করে ? তাঁহার মুখের শোভা বড় সুন্দর বলিয়া নহে কি ? মনে সুখ থাকিলে, মুখখানি হাসি হাসি আনন্দমাখা ও দুঃখ থাকিলে মুখ মলিন দেখায়। সাধুর হৃদয়ে সুখ আছে, তাই তিনি কুরূপ হইলেও তাঁহার মুখখানি সুন্দর আনন্দমাখা দেখায়। সুখের বস্তু তাঁহার কি আছে, যাহাতে তাঁহাকে সুন্দর করিয়াছে ? তাহা তাঁহার হৃদয়স্থিত ধর্ম, ঈশ্বর-ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, ক্ষমা, ধৈর্য, ও বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল। এই সকল সদ্‌গুণরূপ অলঙ্কারে সাধুর হৃদয় পূর্ণ বলিয়া তাঁহার মুখ এত সুন্দর দেখায়। ইহাকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বলে। ঐ সকল সদ্‌গুণ

কি কেহ কখন চক্ষে দেখিয়াছে, না লোকে তাহাদের কার্য দেখিয়া থাকে? তাহাদিগের কার্য দেখিয়াই আমরা প্রশংসা করি ও ভালবাসি। ঈশ্বরে সকল সদ্‌গুণের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই সাধুগণ তাঁহাকে পরম সুন্দর, শোভার আকর বলিয়া থাকেন। মনুষ্য যে পরিমাণে সদ্‌গুণ লাভ করেন, সেই পরিমাণে সুন্দর হয়েন।

১৮। এই ব্রহ্মের পূজা করিবার কাহার অধিকার আছে?

প্রত্যেক নর নারী—ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সাধু অসাধু, এবং সকল জাতিরই ব্রহ্মের উপাসনা করিবার অধিকার আছে। তাঁহার নিকটে জাতির বিচার নাই। তিনি জগতের পিতা মাতা, সমস্ত নরনারী তাঁহার পুত্র কন্যা; সকলের সমান অধিকার।

১৯। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ব্রাহ্মবিশেষের প্রতি নির্ভর করে কি না?

যখন কেহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে তখন এই বিষয়টী জানিতে হইবে যে, নিজে যেমন ধার্মিক হইব অন্যকে তেমনই ধার্মিক করিব। প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক। যাঁহার যে পরিমাণে ধর্মজীবন লাভ হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম প্রচার করিবেন। যাঁহার ধর্মে জ্বলন্ত বিশ্বাস আছে অর্থাৎ ধর্মের জন্য মরিতে পারেন কিন্তু ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না, যাঁহার চরিত্র নির্মল, হৃদয় প্রেমপূর্ণ এবং যাঁহার বাক্য ও কার্য এক, তিনিই প্রকৃত প্রচারক।

২০। ব্রহ্মচিন্তা কাহাকে বলে?

ব্রহ্মের স্বরূপগুলি চিন্তা করার নাম ব্রহ্মচিন্তা। অর্থাৎ তাঁহার জীবের প্রতি কত দয়া, কত স্নেহ, কত ভালবাসা ও কত মঙ্গলভাব ইত্যাদি চিন্তা করা।

২১। ব্রহ্মোপাসনা কি?

ব্রহ্মকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন

করার নাম ব্রহ্মোপাসনা। ফুল চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সেই পরম দেবতার পূজা করিতে হয় না। হৃদয়স্থ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম ও পবিত্রতার দ্বারা তাঁহার পূজা করা উচিত। যাহাতে মানবাত্মা মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যাকুল হয়, যে-সকল কথায় ঈশ্বরের সত্য জ্ঞান, অনন্ত মহান ভাব আত্মাতে উদয় হয়, যে সকল কথায় ঈশ্বরের শক্তি, স্নেহ, করুণা হৃদয়ে উদয় হইয়া আত্মা তাঁহার জ্ঞান শক্তি ধ্যানে নিযুক্ত এবং প্রেমভক্তিতে ও আনুগত্যে পূর্ণ হয়, ও সহজেই তাঁহার গুণগানে ও ইচ্ছানুসারে রত হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা মানব-আত্মা অনিত্য বিষয় চিন্তা, মোহ অন্ধকার, মায়া ও পাপ হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছুক হইতে থাকে এবং ঈশ্বরকেই পরম গতি, পরম ধন, পরম আশ্রয় ও পরম আনন্দ জানিয়া সেই উচ্চ আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে নিযুক্ত হয়—তাহাকেই প্রকৃত উপাসনা বলে।

২২। ব্রহ্মের প্রিয়কার্য কি কি ?

যে কার্যদ্বারা নিজের, নিজ পরিবারের, স্বদেশের, সমস্ত নরনারীর, সমস্ত জগতের কল্যাণ হয়, সেই কার্যই ব্রহ্মের প্রিয়কার্য; আর যে কার্য দ্বারা ঐ সকলের অমঙ্গল হয়, তাহা তাঁহার অপ্রিয় কার্য বলিয়া জানিতে হইবে।

২৩। ঈশ্বরের প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য কি কি ?

সত্য কথা বলা, সত্য ব্যবহার করা, পরোপকার করা, দীন দরিদ্র দানের পাত্রকে যথাসাধ্য দান করা, পিতা মাতা গুরুজনদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, ইন্দ্রিয় দমন করা, হিতবাক্য বলা, বিনয়ী ও ক্ষমাশীল হওয়া এবং জ্ঞান ও প্রেমপুণ্য উপার্জন করা ইত্যাদি সৎকার্য। মিথ্যা কথা বলা, কপট ব্যবহার করা, কাহারও প্রতি হিংসা বিদ্বেষ অপ্রেম বা অন্যায়াচরণ করা, অহঙ্কার করা, কটু বাক্য বলা, পরনিন্দা করা, কাহারও প্রতি কুদৃষ্টি করা, মনে মনে ব্যভিচার করা,

আলস্য করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা, ঋণ করিয়া পরিশোধ না করা, পরদ্রব্যে লোভ করা, অপরের অধিকার খর্ব করা, কুসংসর্গে বাস করা, কুচিন্তায় রত থাকা ইত্যাদি তাঁহার অপ্রিয় কার্য।

২৪। মনুষ্য-আত্মা যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ না করে তবে পাপ পুণ্যের ফলাফল কিরূপে ভোগ হইবে?

পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার শারীরিক কোন দণ্ড বা পার্থিব কোন সুখ নহে এবং দণ্ড পুরস্কার ভোগ করিবার জন্যই কাহারও সৃষ্টি হয় না। এখান হইতে যাহাতে ব্রহ্মকে লাভ করিবার ও তাঁহার সহবাসে অনন্তকাল থাকিবার উপযুক্ত হই, সেই জন্যই দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মার উন্নতি ও বিকাশ, জ্ঞানে প্রেমপুণ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর যোগই পুণ্যের পুরস্কার। তদ্বিপরীত পাপের শাস্তি। উভয়ই চিন্তা ভাব কার্যের সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রূপে চলে।

২৫। এখান হইতে আত্মা কিছু উন্নত হইয়া পরলোকে গমন করিলে তাহার কিরূপ অবস্থা হয়?

তখন আত্মা পবিত্র পুরুষের সহবাসে ক্রমে ক্রমে দেবভাব ধারণ করিয়া, উন্নত হইতে আরও উন্নত অবস্থায় গমন করে এবং এইরূপে অনন্তকাল উন্নত হইয়া আনন্দ ও জীবনের সার্থকতা ভোগ করিতে থাকে।

২৬। তবে পাপের শাস্তি কি?

অবনতি ও উন্নতির ব্যাঘাত এবং তজ্জনিত আত্ম-গ্লানিই পাপের শাস্তি। এই শাসন এত তীব্র যে, মানুষ চিরদিন ইহা সহ্য করিতে পারে না। চির শাস্তির ব্যবস্থা তাঁহার রাজ্যে নাই; কিন্তু পাপ করিলে সকলকেই এই শাস্তি নিশ্চিত অনুভব করিয়া শেষে বাধ্য হইয়া পাপ কার্য হইতে বিরত হইতে হয়।

২৭। ঈশ্বর যদি অনন্ত দয়ার সাগর তবে পাপীকে শাস্তি দেন কেন?

পাপীর মঙ্গলের ও সংশোধনের জন্য। পিতা মাতা সন্তানকে শাসন করেন কেন? তাহার মঙ্গলের ও সংশোধনের জন্য নহে কি? সেইরূপ ঈশ্বর সন্তানকে কুপথ হইতে আনিবার জন্য ও দুঃখ হইতে সুখ দিবার জন্য শাসন ও শাস্তি দান করিয়া থাকেন।

২৮। ঈশ্বর যদি দয়ার সাগর তবে এ সংসারে এত দুঃখ কেন?

দুঃখ যদি সংসারে না থাকিত তাহা হইলে সুখের এত মধুরতা থাকিত না। বিশেষত তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া কার্য না করিলে আমরা দুঃখ পাইয়া থাকি। আর এই দুঃখ পাই বলিয়া সুখের জন্য চেষ্টা করি। তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া কার্য করিলে দুঃখ কখনই হয় না। তিনি যে দুঃখ দেন তাহা কেবল প্রচুর সুখ দিবার, অথবা আমাদের বিকাশ সাধনের জন্য জানিবেন। দুঃখ ভিন্ন আত্মসমর্পণ ও নির্ভর জাগে না, শক্তি ও নিষ্ঠা বর্ধিত হয় না, দৃঢ়তা জন্মে না।

২৯। তাঁহার শাসন কিরূপ, তাহা দ্বারা কি ইহলোক বা পরলোকে শারীরিক কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়?

তাঁহার অলজ্ঘ্য নিয়ম লজ্ঘন করিলেই শাস্তি পাইতে হয়। শারীরিক নিয়ম লজ্ঘন করিলে শরীরের পীড়া হয়। মানসিক নিয়ম লজ্ঘন করিলে মানসিক পীড়া হয়। পরলোকে শরীর না থাকাতে শারীরিক দণ্ডও থাকে না। ঈশ্বরের শাসনদণ্ড প্রেম। ভালবাসিয়াই তিনি দুষ্ট সন্তানদিগকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

৩০। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

পাপের জন্য যথার্থ অনুতপ্ত হইয়া, এই কর্ম আর করিব না বলিয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ও সেই পাপ আর না করিলেই, সেই পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

৩১। পুণ্যের পুরস্কার কি?

ঈশ্বর সহবাস, তাঁহার বিমলানন্দ ও আত্মার উন্নতি লাভ। ইহা অপেক্ষা আর কিছুই সাধু প্রার্থনা করেন না; ফলকামনা-শূন্য হইয়া ধর্ম সাধন করিতে হয়। ধর্ম লাভ হইলে ঈশ্বর আপনিই সাধুকে পুরস্কার দিয়া থাকেন।

৩২। মুক্তি কাহাকে বলে?

সর্বপ্রকার পাপ ও অজ্ঞানতা দূর হইয়া জীব যখন ঈশ্বরের সহবাস-জনিত পরম আনন্দ ও অনন্ত উন্নতি লাভ করে, সেই অবস্থাকে মুক্তি বলে। অজ্ঞানতা, মোহজাল, পাপ ও সংসারে আসক্তিই আত্ম-বন্ধন। এই বন্ধন কাটিয়া ব্রহ্মের সত্তা অন্তর বাহিরে সর্বদা অনুভব করার নাম মুক্তি।

৩৩। ঈশ্বরের প্রকাশ কোথায় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রূপে দেখা যায়?

পবিত্র আত্মার সৌন্দর্যে ও প্রসন্ন মুখশ্রীতে যেমন তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে দেখা যায়, এমন আর কোন

স্থানে নহে। এই নিমিত্তই সাধু ভক্ত মহাত্মাগণকে লোকে এত সম্মান করে।

৩৪। কোন্ ব্যক্তি পবিত্র?

যিনি স্বভাবগত দোষ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ধর্মে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ঈশ্বরানুগত জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থত পবিত্র।

৩৫। সাধুর লক্ষণ কি?

সাধুর নিকটে গেলে বা তাঁহার সহিত আলাপ করিলে পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে ও ঈশ্বর-লাভের জন্য ইচ্ছা হয়। তাঁহার প্রসন্ন বদন দর্শন করিলে মনে বিমল আনন্দের সঞ্চার হয়, হৃদয়ে মহৎ ভাব জাগে। তিনি স্বার্থের বশীভূত হইয়া কাহাকেও ভালবাসেন না ও কোন কার্য করেন না। তাঁহার বিশ্বাস ও সাহস এত যে সাংসারিকেরা দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। আর, তিনি ঈশ্বরের কৃপায় সাধনা দ্বারা যে ধর্ম রত্ন লাভ করেন, তাহা

সমস্ত নরনারীকে প্রদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

৩৬। সাধু কে?

যিনি হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে ভক্তি করেন ও তাঁহার প্রিয় কার্য করিতে তৎপর থাকেন এবং সমস্ত নরনারীকে ভাই ও ভগ্নী বলিয়া ভালবাসেন, তিনিই সাধু। যাঁহার সর্বজীবে দয়া আছে, আর যাঁহার মুখ দেখিলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে, তিনি সাধু। তিনিই দেবতার তুল্য। সচ্চরিত্র ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই সাধু।

৩৭। মানুষ কোন্ কোন্ কার্যদ্বারা সাধু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন?

যখন সাধক ঈশ্বরের কৃপায় সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থ ও বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক প্রেমের সহিত ঈশ্বরের সেবায় সাধুতা উপার্জন করেন, তখন তিনি সাধু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

৩৮। দেবতা কাহাকে বলে?

মনুষ্যের প্রকৃতিতে দেব ও পশু দুই ভাবই আছে। ঈশ্বরানুরাগ, ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি, দয়া, প্রেম, ইত্যাদি সৎভাব সকল যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং হিংসা, দ্বেষাদি পাপ প্রবৃত্তি অর্থাৎ পশুভাব সকল যে পরিমাণে খর্ব হয়, মানুষ সেই পরিমাণে দেবতা হয়েন। দেবভাবের যতই স্ফূর্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ততই সাধুত্ব লাভ হইতে থাকে।

৩৯। জীবন্মুক্ত কাহাকে বলে?

যিনি সমুদয় নীচ প্রবৃত্তিগুলির উপর জয়লাভ করিয়া প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ও ধর্মকেই সার ধন জ্ঞান করিয়া, ধর্মসাধন ও ধর্মকার্যে সর্বদা রত থাকেন এবং যাঁহার চিন্তা, ভাব ও সঙ্কল্প পবিত্র, তিনিই জীবন্মুক্ত। অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণ-রূপে আপনার রিপুদিগকে ও ইন্দ্রিয়গণকে আপনার

শাসনাধীন করিয়াছেন, কাহারও হিংসা বা দ্বেষ করেন না, কোন বস্তুতে লোভ বা আসক্তি নাই, এবং সুখ্যাতি অখ্যাতিতে, শোকে দুঃখে, বিপদে সম্পদে যাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় না, কেবল ব্রহ্মগতপ্রাণ ও ফলকামনা-শূন্য হইয়া ব্রহ্ম সাধন ও ব্রহ্মের প্রিয় কার্য পালনে সর্ব্বদা তৎপর, তিনিই জীবন্মুক্ত।

৪০। ধর্মজীবন কাহাকে বলে ?

যে জীবনে পরমেশ্বরের ইচ্ছা অবাধে কার্য করিতে পায়, তাহাই ধর্মজীবন।

৪১। ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ মানেন না কেন ?

ঈশ্বর কাহাকে নীচ ও কাহাকে মহৎ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সমস্ত জাতির সমস্ত নরনারীর পিতা মাতা। কাহাকেও নীচ মনে করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয় বলিয়া ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ স্বীকার করে না। ঈশ্বরের নিকট সকল মনুষ্য সমান। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না এবং

সকলের হৃদয়ে বাস করেন। সুতরাং ব্রাহ্মেরা কাহাকেও নীচ মনে করিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না।

৪২। যদি ঈশ্বর জাতি সৃষ্টি করেন নাই, তবে এদেশে এত জাতি কিরূপে সৃষ্টি হইল ?

যখন প্রথমে আর্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন জাতিভেদ ছিল না। পরে সমাজ গঠন আবশ্যক হইলে, সকলে ইচ্ছামত ব্যবসা অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যবসার উন্নতির জন্য তাঁহাদিগের স্ব স্ব পুত্রগণকে উহাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ব্যবসাভেদে ও পরে দেশভেদে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

৪৩। জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় কি কি অনিষ্ট হইতেছে ?

ইহা পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে দেয় নাই, ও সকলকে ইচ্ছামত ব্যবসা বা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সংসারের উন্নতি সাধন করিতে না দেওয়াতে

দেশের দুঃখ দারিদ্র বৃদ্ধি করিয়াছে। যত দিন এই প্রথা প্রচলিত থাকিবে, তত দিন যে একতা ও আত্মীয়তা বহুল পরিমাণে উন্নতির মূল, জাতিভেদ প্রথা তাহা প্রকৃতরূপে স্থাপিত হইতে দিবে না।

৪৪। ব্রাহ্মেরা অন্যান্য ধর্মসকলকে ঘৃণা করেন কি না?

ব্রাহ্মেরা কোন ধর্মসম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন না, বরং সকল ধর্মেই ঈশ্বরের সত্য কিছু না কিছু আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সকল স্থান হইতে সত্য আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৪৫। ব্রাহ্মেরা কোন ধর্মকে ঘৃণা করেন না; কিন্তু ঐ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাগণকে ঘৃণা করেন কি না?

সকল শ্রেণীর ধার্মিক লোকদিগকে, আর্য ঋষিগণকে, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে, ইঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহাকেও ঈশ্বর

বা ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যবর্তী বলিয়া স্বীকার করেন না।

৪৬। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী, এই কথার অর্থ কি?

কোন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের জনগণ এরূপ বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন না করিলে ঈশ্বরের নিকট যাওয়া যাইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তিকে মধ্যবর্তী বলে।

৪৭। মানবের আত্মায় কি ঈশ্বরের শক্তির আবির্ভাব হয়? যদি হয়, তবে কোন্ অবস্থায় হইয়া থাকে?

মনুষ্য যখন অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারিতা বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে নির্ভর করে, ও তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখন ঐশী শক্তি মনুষ্যের আত্মায় আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ মানুষ যখন সমুদয় স্বার্থ, বিষয়াসক্তি, লোক-ভয় ও নিকৃষ্ট বাসনা পরিত্যাগ করিয়া

এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ঈশ্বরের কার্যের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে, তখন ঐশী শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে, এবং যদি কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ শক্তি দিন দিন আত্মাকে অধিকার করে।

৪৮। ঐশী শক্তির আবির্ভাব কিরূপে বুঝা যায়?

ঐশী শক্তির আবির্ভাব হইলে হৃদয়স্থ সদ্‌ভাবসকল জাগ্রত হইয়া মনুষ্যকে অভিমান-শূন্য করে এবং কেবল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধনে রত রাখে। তাঁহার কার্য, তাঁহার সাহস, আত্মত্যাগ ও বিশ্বাস দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়।

৪৯। মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় এবং কিরূপে বাস করে?

পরলোকে ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করে। এই পৃথিবীতে আমরা সকলে যেমন দেহে থাকিলেও আমাদের আত্মা তাঁহার আশ্রয়ে আছে, তিনি

আমাদিগকে যথাযোগ্য সুখ শান্তি এবং জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন, সেইরূপ পরলোকস্থ আত্মাদিগকেও তাঁহার আশ্রয়ে রাখিয়া যথাযোগ্য শান্তি ও আনন্দ এবং জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি প্রদান করেন।

৫০। কোন্ স্থানকে পরলোক এবং কোন্ সময়কে পরকাল বলা যায়?

মৃত্যুর পর আত্মা যে অবস্থাতে বাস করেন সেই অবস্থাকে পরলোক, আর মৃত্যুর পর আত্মার স্থিতি-কালকে পরকাল বলে।

৫১। স্বর্গ ও নরক কোথায়?

মনেই স্বর্গ ও মনেই নরক। ধর্মকার্য করিলে আত্মা যে আনন্দ ও সুখ ভোগ বা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাহাই স্বর্গ-সুখ ও পাপ কার্য করিলে আত্মা যে দুঃখ বা আত্মগ্লানি ভোগ করেন তাহাই নরকের ক্লেশ বা শাস্তি।

৫২। ব্রাহ্মদিগের উপাসনা প্রণালী কিরূপ?

ব্রাহ্মদিগের উপাসনা প্রণালী চারি অঙ্গে বিভক্ত; প্রথম উদ্বোধন, ২য় আরাধনা, ৩য় ধ্যান ও ৪র্থ প্রার্থনা।

৫৩। উদ্বোধন কাহাকে বলে?

ঈশ্বরের উপাসনার পূর্বে মনকে স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক; চঞ্চল মনে তাঁহার উপাসনা হয় না। এই নিমিত্ত মনকে সংসারচিন্তা হইতে বিরত, ধর্মভাব জাগ্রত ও ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের মহিমা ও দয়া প্রভৃতি স্মরণ দ্বারা আত্মাকে ঈশ্বরাভিমুখীন করাকে উদ্বোধন বলে।

৫৪। আরাধনা কাহাকে বলে?

উক্ত প্রকারে উদ্বোধনের পর যখন আত্মা ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করে, তখন আপন হইতেই তাঁহার চিন্তা মনন ও স্তবস্তুতি করিতে ইচ্ছা হয়। ঈশ্বরের এক একটী স্বরূপ মনন চিন্তন করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তি অর্পণ করার নাম আরাধনা। আরাধনার অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপগুলি হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় আত্মার ভাবগুলি নিবেদন করা।

৫৫। আরাধনার আরম্ভে যে সংস্কৃত কথাগুলি সকলে সমস্বরে বলিয়া থাকেন, তাহার অর্থ কি?

স্তবটী এই: ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং। শুদ্ধমপাপ-বিদ্ধং। তুমি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম; তুমি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছ; তুমি শান্ত ও মঙ্গলময় অদ্বিতীয়। তুমি পবিত্র, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

৫৬। ধ্যান কাহাকে বলে?

আরাধনা করিতে করিতে আত্মা যখন আনন্দে ঈশ্বরে মগ্ন হইয়া তাঁহার প্রেম, পবিত্রতা, দয়া প্রভৃতি স্বরূপ চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন হয় তখন তাহার নাম

ধ্যান। সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আত্মার আত্মা রূপে অন্তরে বাহিরে বর্তমান দেখিয়া তাঁহার সহবাসে থাকার নাম ধ্যান।

৫৭। প্রার্থনা কাহাকে বলে ?

আরাধনা ও ধ্যান যত আন্তরিক হয়, আত্মা ততই এক দিকে আপনার মলিনতা ও দুর্বলতা দেখিতে পাইয়া ক্রন্দন করে ; আর অপর দিকে ঈশ্বরের সত্তা ও করুণা উজ্জ্বল রূপে দেখিয়া পাপ তাপ হইতে নিস্তার পাইবার এবং তাঁহাকে গভীর হইতে গভীরতর রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে ; ইহাকেই প্রার্থনা বলে। সকল প্রকার অভাব বিমোচনার্থ ঈশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা করাই প্রার্থনা।

৫৮। অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও ইত্যাদি কথার অর্থ কি ?

'অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার

হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও' ইহার অর্থ এই—অসৎ অনিত্য সংসার বা অসত্য জীবন হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া তোমার সৎপথের পথিক কর বা সত্যজীবনে লইয়া যাও। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়া আমার আত্মাতে জ্ঞানরূপ যে আলো তাহা প্রকাশ কর এবং পাপরূপ মৃত্যু হইতে অমৃতস্বরূপ যে তুমি তোমাতে বা তোমার ইচ্ছানুগত জীবনে আমাকে লইয়া যাও, তোমার সেবায় নিযুক্ত কর। অর্থাৎ তোমাকে সত্যরূপে জানিয়া, ভালবাসিয়া, ও অনুসরণ করিয়া অনন্ত জীবন পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ কর।

৫৯। আরাধনায় কি কি উপকার হয় ?

ইহা ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও আত্মার ক্ষুদ্রতা দেখাইয়া দেয় এবং সেই ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তি লাভের ও তাঁহার মহত্ত্বে পূর্ণ হইবার জন্য আত্মাকে ব্যাকুল ও ঈশ্বরের সঙ্গে যোগকে গভীরতর করে।

৬০। ধ্যান ও প্রার্থনায় কি কি উপকার হয় ?

ধ্যানে আধ্যাত্মিক জগতের যিনি সার তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দেয়, আর প্রার্থনা দুর্বলকে সবল করে।

৬১। ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা কি কি উপকার হয় ?

ঈশ্বরের উপাসনা মনুষ্যের কৃতার্থ হইবার উপায়। ইহা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হয়। ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা যেমন সৃজনকর্তা পালনকর্তা বিধাতার প্রতি সৃষ্ট আশ্রিত ও অনুগত আত্মার শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন-জনিত প্রধান কর্তব্য সাধিত হয়, তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য অমৃত লাভ দ্বারা আত্মার পুষ্টি বর্ধন হইয়া থাকে।

৬২। ব্রহ্মসাধনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত ?

প্রথম উপাসনা, ২য় আত্ম-চিন্তা, ৩য় সাধু-সঙ্গ, ৪র্থ সৎগ্রন্থ পাঠ ও ৫ম সদনুষ্ঠান ইত্যাদি। এইগুলি মনুষ্যকে তাহার হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। তখন সে পাপের কদর্য রূপ ও পুণ্যের শোভা দেখিয়া পুণ্যময়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তৎপরে সাধক যদি সরল ভক্তির সহিত ও ঐকান্তিক প্রেম ও প্রখর আত্মদৃষ্টি দ্বারা সর্বদা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি দিন দিন উন্নত ধর্ম-জীবন লাভ করিতে পারেন।

৬৩। বিবেক কাহাকে বলে ?

এই বৃত্তি থাকাতে আমরা হিতাহিত, ন্যায় ও অন্যায় বুঝিতে সক্ষম হই। সর্বদা জাগ্রত থাকিয়া দোষ গুণ পরীক্ষা করা ইহার কার্য।

৬৪। বিবেক উজ্জ্বল হয় কখন ?

যতই ধর্মাধর্ম বিচার করিয়া কার্য করা যায়,

ততই ইহা উজ্জ্বল হয়, এবং ইহার আলোকে তখন সত্য ও অসত্য পরিষ্কার রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। উজ্জ্বল বিবেকশালী ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞাতসারে ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্য করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

৬৫। ঈশ্বরের আদেশ কাহাকে বলে? তিনি কি মনুষ্যের ন্যায় মনুষ্যের সহিত কথা কহেন?

ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় কথা কহেন না। সহজ জ্ঞান, ও বিবেক যখন কোন বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া জানায় তখন এইরূপ জানানকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মনে করি। যে কোন মূল হইতে কর্তব্য জ্ঞান লাভ হউক না কেন, তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া জানিবে। যাহা সত্য, ন্যায় ও মঙ্গল ভাবে পূর্ণ তাহাই ঈশ্বরের আদেশ। যখন সাক্ষাৎভাবে সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে অন্তরে ঈশ্বরের নির্দেশ বা অভিপ্রায় বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারা যায়, তখনই উহাকে আদেশ বলা হয়।

৬৬। ঈশ্বর সর্বস্থানে আছেন, বাড়ীতে বসিয়াও তাঁহার উপাসনা করা যাইতে পারে; তবে উপাসনা-মন্দির সংস্থাপন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবার আবশ্যকতা কি?

বাড়ীতে সর্বদা একাকী উপাসনা করিলে মনে শুষ্কতা আসিতে পারে এবং সেই শুষ্কতা হইতে ধর্মভাব মলিন হইয়া যাইতে পারে। এইজন্য উপাসনামন্দির বা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া সকলে সময়ে সময়ে একত্র হইয়া উপাসনা করা কর্তব্য। বিশেষত আমরা এতগুলি লোক বর্তমান সময়ে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, দেখিলে মনে তৎসঙ্গে আনন্দ জন্মে এবং একজনের ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সংস্পর্শে দশ জনে ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ লাভ করিতে পারেন। সমাজে সকলে একত্র হইয়া উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা হয় এবং ঈশ্বরকে পাইবার ও মুক্তি

লাভ করিবার বিষয়ে নরনারীকে সাহায্য করা যায়। ইহা দ্বারা ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকেই উপকৃত হয়।

৬৭। ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য কি ?

মুক্তিলাভ বিষয়ে মনুষ্যকে সাহায্য করা এবং শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করা।

৬৮। শুনা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, বনে গিয়া তপস্যা করিতে হয়। এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মের মত কি ?

ব্রাহ্মধর্ম বলেন, সংসারে বাস করিয়াই ব্রহ্মসাধন করিতে হইবে। অবশ্যপ্রতিপাল্য পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা

করা কর্তব্য। ইন্দ্রিয় নিরোধ না করিয়া ইন্দ্রিয় দমন, ও বিষয় ত্যাগ না করিয়া বিষয়বাসনা ত্যাগ করা উচিত; এবং ব্রহ্মে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া, বিবেকের অনুমোদিত সংসারের সকল কার্যই ব্রহ্মের কার্য জানিয়া সমাধা করা একান্ত কর্তব্য। নিশ্চেষ্টতা ও উদ্যোগবিহীনতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজের ও দেশের দুঃখ দরিদ্রতা দূর করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে উহা দূর না হইলে নিরাশ হওয়া উচিত নহে। কর্তব্য করাতেই জীবনের সার্থকতা, না করাতেই অপূর্ণতা ও ব্যর্থতা। মানুষ সংসারে বাস করিয়া ধর্মসাধন করে, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও এই জন্যই আমাদিগকে সংসারের উপযোগী করিয়াছেন।

৬৯। কোন একটী মূর্তি নির্মাণ করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলে, তাহাতে কোন দোষ হয় কি না ?

যিনি নিরাকার তাঁহাকে আকার দিয়া, যিনি

হস্তপদাদিশূন্য তাঁহাকে হস্তপদাদি অবয়বযুক্ত করিয়া, যিনি ইন্দ্রিয়বর্জিত তাঁহাকে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দিয়া, ও যিনি অসীম তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া পূজা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয় এবং যিনি মনের অতীত তাঁহাকে সাকার বলিয়া কল্পনা করিলেও ঐ দোষে দোষী হইতে হয়। বিশেষত সাকার উপাসনা দ্বারা আত্মা পরিতৃপ্ত ও উন্নত হইতে পারে না।

৭০। তবে সাকার উপাসকগণ কি মুক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারিবে না?

প্রত্যেক আত্মা মুক্তির অধিকারী। সাকার উপাসক হইলেও যিনি যে পরিমাণে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা লাভ করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে মুক্তির পথে অগ্রসর হইবেন। ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি মলিনচরিত্র অভক্ত ও স্বার্থপর হয়, তবে সে নামে ব্রাহ্ম হইলেও মুক্তির রাজ্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত। আর সাকার

উপাসক হইয়াও যিনি যে পরিমাণে প্রেমিক পরোপকারী ভক্তিমান তিনি সেই পরিমাণে মুক্তি রাজ্যের নিকটবর্তী। প্রেম ও পবিত্রতা ভিন্ন যেমন মুক্তি নাই, সেইরূপ অসত্য, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল না ছিঁড়িলে মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সরল অনুরাগ ও অকপটচিত্ততা থাকিলে যথা সময়ে অজ্ঞানতাজনিত ভুল ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া সত্য জ্ঞানের উদয় হয়।

৭১। বিধান কাহাকে বলে?

ঈশ্বরের বিশেষ দানকে বিধান বলে। তিনি যে মনুষ্যকে বিশেষ কৃপা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছেন তাহা তাঁহার বিশেষ দান। আমরা সংসারের কীট হইয়া যে তাঁহাকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও পরিত্রাতা বলিয়া জানিতে পারি, ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ অধিকার। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম জগতে প্রকাশ করা তাঁহার বিধান।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সেই সর্বব্যাপী মঙ্গলময় পরমেশ্বকে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন ও শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। সত্যের জয় হউক।